নগরায়ণ ও কর্মজীবী নারী

আফিফা আফরিন

শুনতে হাস্যকর হলেও সত্য যে, সবকিছুর, এমনকি ভোগান্তি কিংবা আনন্দেরও জেন্ডার মাত্রা আছে। আমার এ আলোচনা হলো নগরায়ণ নিয়ে; কর্মজীবী নারী এবং নগরায়ণের সম্পর্ক নিয়ে।

ঢাকা নগরীর দিকে তাকালে আমরা দেখি অপরিকল্পিত আবাসন, দিনভর যানজট কিংবা নিরাপত্তাহীনতা— এসব নিয়েই নগরীর মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। সেখানে নারী-পুরুষ আলাদা করার কারণ আছে কি? অবশ্যই আছে। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, নাগরিক জীবন কতটা অসহনীয় হয়ে পড়েছে। ধরুন, একজন নারী এবং পুরুষ বিকেল পাঁচটার পর কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরছেন। যানজটে বসে পুরুষ সঙ্গী যখন বাসায় ফিরে আরাম করে টেলিভিশন দেখার কথা ভেবে যানজটের যন্ত্রণা ভুলে থাকার কথা চিন্তা করেন, তখন নারী কী নিয়ে ভাবেন জানেন? তিনি ভাবেন, সাতটার মধ্যে বাড়ি ফেরা না হলে পানি ধরা হবে না কিংবা বাজার সদাই আছে তো কিংবা সন্তান ঠিকঠাক পড়াশোনা করেছে তো! ইত্যাদি হাজারো চিন্তা! তাহলে বলুন, ভোগান্তি কিংবা আনন্দেরও জেন্ডার মাত্রা আছে কথাটা সত্য কি না? অনেকেই বলতে পারেন, এখন পুরুষরাও অনেক সচেতন এসব বিষয়ে। সাধুবাদ জানাই তাদের, কিন্তু পরিসংখ্যান করে দেখুন, 'বাসার সব কাজ সেরেই নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে'— এই মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের সংখ্যাই বেশি।

১.

এ পর্যায়ে আমি নগরায়ণের ধারণা এবং নারীর সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়াস নেব।

নগর এবং নগরায়ণের ধারণা কিছুটা জটিল। শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসারে বিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণের প্রসার হয় দ্রুততালে। নগর সাধারণ অর্থে সেই ধারণা, যেখানে অনেক মানুষ বসবাস করে। এটি একটি আলাদা জীবনযাত্রা, যা উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। উন্নয়নের প্রথম প্যারাডাইমে নগরায়ণ ও শিল্পায়নকে উন্নয়নের উপাদান হিসেবে গণ্য করার পর থেকে উন্নত বিশ্বের সাথে সাথে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নগরায়ণের ধুম পড়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এসব দেশে নগরায়ণের সূচনাটা হয়েছিল অর্থনৈতিক কারণে। ফলে নগর স্থাপনে অব্যবস্থাপনা ছিল শুরু থেকেই।

নগরায়ণ সমাজের কেবল কাঠামোগত পরিবর্তনই সাধন করে না বরং মানুষের জীবনযাত্রার মান, চিন্তাচেতনা, অভ্যাস-রুচি, উৎপাদন, ভোগ, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। এক কথায়, সার্বিক সমাজ পরিবর্তনে নগরায়ণ গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। সুতরাং আমরা বলতে পারি, মানবসমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতায় নগর ও নগরায়ণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

নগরায়ণ ধারণাটি সম্পর্কে এক কথায় এভাবে বলা যায় যে, এটি কোনো বিশেষ অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বোঝায় (Urbanisation occurs only when the rate of urban population growth is greater than non-urban population growth. (Bhende, 1978)। নৃবিজ্ঞানী লুইস ওয়ার্থ (১৯৩৮) নগরায়ণের বিশ্লেষণে তাঁর `Urbanism as a Way of Life'

লেখায় নগর জীবনকে জীবনের একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক এবং বহুজাগতিক মানুষের বসবাস।

নগরায়ণের সাথে শিল্পায়নের যেমন যোগসূত্র আছে, ঠিক তেমনি বিচ্ছিন্নতা আছে কৃষির সাথে। আবার পরিবেশের সাথেও তার খুব একটা সখ্য বাস্তবিক অর্থে নেই। সুতরাং এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা দেখি নারী ও পুরুষভেদে নগরায়ণের প্রভাব ভিন্ন। নগর সমাজের সুযোগ-সুবিধা নারী ও পুরুষভেদে কী সুবিধা এনেছে তা বিবেচনায় না নিলে নগরায়ণের একটা দিক আমাদের জানার বাইরে থেকে যায়।

আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে নারী গৃহের পাশাপাশি বাইরের কর্মজগতে প্রবেশ করে। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত অবহেলিত নারীরা তখন থেকে ভাবতে শুরু করে তাদের মুক্তির দিন এসেছে। কিন্তু সত্য কথা হলো আজো তা আসে নি। নগরায়ণ নারীকে বাইরের জগতে কাজ করার সুযোগ দেয় বটে, কিন্তু গৃহস্থালি কাজের বোঝা কমায় কি? পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিগড় থেকে মুক্ত না করে তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো কি প্রহসন নয়? তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, নগর সমাজের সুযোগ-সুবিধা নারীকে, নারীর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করেছে?

ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে, গুটিকয়েক উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত নারী নগর জীবনের সুবিধা নিতে পারছেন। কিন্তু কর্মজীবী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নারী ঢাকা মহানগরীতে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের ভোর হয় সকালের কাজের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে যানজট ঠেলে কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে, আর দিনটি শেষ হয় গ্যাস, পানি, সন্তানের দেখাশোনা কিংবা গৃহস্থালি কাজের পরিসমাপ্তির অপেক্ষায়। তাহলে অপরিকল্পিত নগরীর অপরিকল্পনার দায়ভারের বোঝা কার ওপরে এসে বর্তালো? সেটা কি নারীর জীবনকে সহজ করার পরিবর্তে আরও জটিল করছে না? পূর্বেই উল্লেখ করেছি, নগরায়ণ পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে আর কৃষিকাজকে গুরুত্বহীন করে তুলছে। আর পরিবেশ ও কৃষি নারীর জীবনের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়া অর্থ কি নারীর ওপরেই বিরূপ প্রভাব পড়া নয়?

২.

বাংলাদেশ একটি কৃষি ও গ্রামভিত্তিক দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশে নগরায়ণের বিকাশ থেমে নেই। ঢাকা নগরী মেগাসিটি হিসেবে পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো, নগরায়ণের প্রভাবে সৃষ্ট ঢাকা নগরী কতটা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারছে? এই সুযোগ সুবিধাগুলোর কি জেন্ডার মাত্রা আছে?

নগরায়ণের ফলে আপাতদৃষ্টিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি দেখা গেলেও প্রকৃতঅর্থে বাংলাদেশের আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে কৃষি উৎপাদন কমেছে, প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে ও পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। নগরায়ণের ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রবণতা দেখা গেলেও একই হারে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, চোরাচালানসহ যাবতীয় অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নগরায়ণ শিল্পভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কখনো কখনো দেখা যায়, গ্রামীণ সমাজের অভাবী, দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে শহরমুখী হয়েও সেখানে যখন মানানসই কাজ না পায়, তখন ভিক্ষাবৃত্তির মতো পেশা গ্রহণ করে মানবেতর জীবনযাপন করে। কিংবা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সাথে মিশে গিয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বিস্তারে ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, নগরায়ণ মানুষের জীবনযাত্রার অপেক্ষাকৃত উন্নততর সেবা নিশ্চিত করছে। কিন্তু প্রচলিত পারিবারিক কাঠামো তথা যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ছে।

শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা ঢাকা নগরী অপরিকল্পিত নগরায়ণের দায়ে অভিযুক্ত। অতিরিক্ত জনসংখ্যা আর অপরিকল্পিত নগরায়ণ ঢাকা নগরীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। আর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ফেলছে নারীর ওপর। কেন? আমরা কতগুলো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নেব।

প্রথম প্রশ্ন : নগরায়ণের ফলে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেটা কার? নারী না পুরুষের? নারীর জন্য সৃষ্ট সুযোগগুলো কি পুরুষের সমমানের? নারী কি তার সুযোগের সমান ব্যবহার করতে পারছে?

নগরায়ণের ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হলেও সেটা সমমানের না। উদাহরণস্বরূপ, গার্মেন্টস শিল্পের কথা বলা যায়, যেখানে নারী শ্রমিক কাজ করে পুরুষের চেয়ে কম মজুরিতে। প্রায়শই বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন, গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারের ফলে গ্রাম থেকে নারীরা উল্লেখযোগ্য হারে শহরে আসছে, যা রক্ষণশীল সামাজিক প্রথার বিপরীতে নারীর উত্থানের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। এটি সত্য কথা, কিন্তু প্রকৃত সত্য নয়। কেননা এত সহজে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে না। পুরুষের তুলনায় নারীর কম মজুরিই তার প্রমাণ। এই বেতনে নগরে টিকে থাকাই দায়। তারপর আবার পরিবারে কিছু অর্থ প্রেরণ করতে হয় নিয়মিত। যখন পেটের দায়ে টিকতে না পেরে একাংশ গার্মেন্টস শ্রমিক বেছে নিতে বাধ্য হন যৌনকর্মীর মতো অমানবিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ পেশা, তখন আমরা বলতে পারি না এই নগরায়ণ নারীকে সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছে। উপরন্তু, তারা বাস করে শহরের বিভিন্ন বস্তিতে, ফলে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা, যেমন নিরাপত্তা, জ্বালানি, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি থেকে তারা বঞ্চিত। অর্থাৎ, নগরায়ণ একদিকে নারীর জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি করছে (যদিও তা খুব সীমিত), অন্যদিকে সে সুযোগ ব্যবহার করতে যা প্রয়োজন তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : নগরায়ণ কি নারীর শৃঙ্খল খুলে দিতে পেরেছে?

ঢাকা শহরের যে কোনো একটি চিত্র বলে দেয়, নগরায়ণ নারীদের জীবনে কতটা পরিবর্তন সাধন করেছে (ইসলাম, জা. ২০০৬)। এখানে লেখক নগরায়ণকে দেখছেন নারীর প্রতি ইতিবাচক হিসেবে। তিনি বলছেন, নগরে নারী স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারছে। আমার প্রশ্ন হলো, আপাতদৃষ্টিতে নারীর স্বাধীনতা এনেছে বলে নগরায়ণকে সাধুবাদ জানানো কি সুকৌশলে নারীকে পুঁজিবাদী দৌরাত্ম্যে বিষিয়ে যাওয়া অর্থনীতিতে ডুবিয়ে দেওয়া নয়? পুঁজিবাদ যেখানে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, সেখানে নারীকে আবারো ব্যাবহার করা হচ্ছে হাতিয়ার হিসেবে। নারী যেখানে পণ্য, সেখানে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য সেখানে নেই। যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেখানে নারীর জীবনযাত্রা বদলে দেবার নামে তার যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রই শুধু প্রসারিত হয়; আর কিছু নয়।

আর আমরা ভাবছি নগরায়ণের ফলে নারী যে কর্মজগতে প্রবেশ করছে, তার ফলে নারীর স্বাধীনতা বেড়েছে!

তৃতীয় প্রশ্ন : নারীর ক্ষমতায়নে নগরায়ণের ভূমিকা কতটুকু?

"নগরায়ণের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন আরও পুষ্ট হয়েছে" (ইসলাম, জা. ২০০৬)। নগরায়ণ নারীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ থেকে মুক্ত করে নি। আজো নারীর পুনরুৎপাদনমূলক কাজ বেশি গুরুত্ব পায় উৎপাদনশীল কাজের তুলনায়। আগে ঘর তারপর নারীর জন্য উন্মুক্ত হয় বাইরের জগৎ। পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়িত করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক এবং অধস্তন অবস্থান কি নারীর জন্য বাইরের জগতে সুযোগ সৃষ্টির নামে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র প্রসারিত করে না?

চতুর্থ প্রশ্ন : শিল্পভিত্তিক নগরায়ণে পরিবেশ ও কৃষির ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তাতে নারীর অবস্থান কোথায়?

আদিকাল থেকেই পরিবেশ ও কৃষির সাথে নারীর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। নারী শুধু পরিবেশকে ভোগ করতে শেখে নি, বরং তা রক্ষায়ও ভূমিকা রেখেছে। বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে নারীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক, যা কোনোভাবেই জৈবিক নয় (শিবা, ব. ১৯৯৭)। টিকে থাকার নিমিত্তে প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা জরুরি, অথচ ঢাকা মহানগরীতে চলছে প্রকৃতি নিধনের যজ্ঞ। যার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে সমান তালে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই নগরে বাস করতে পারবে কি না তা নিয়ে দ্বিধা দেখা দিয়েছে এখনই। আর নারী যখন এখনো পর্যন্ত পুনরুৎপাদনশীল কাজের বোঝা একাই বহন করে, সেখানে নারী ভবিষ্যতে আরও জটিলতার সম্মুখীন হবে বলাই বাহুল্য।

সুতরাং বলা যায়, নাগরিক জীবনে টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে নিযুক্ত দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর নারীর জন্য নগরায়ণ কোনো ভালো জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে নি এখনো। নগরায়ণের একটা শর্ত হলো তা জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন আনে। যদি নারী নগরে দুশ্চিন্তামুক্ত স্বাধীন জীবন না পায়, যদি সে নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, যদি তার ক্ষমতায়ন প্রকৃত ক্ষমতায়ন না হয়, যদি তার সংস্কৃতি উন্নত না হয়ে শোষণমূলক হয়, তাহলে তার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবার সম্ভাবনা আছে কি? আর জীবন ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন যদি ভালো না হয়ে মন্দ হয়, তাহলে নগরায়ণ নারীকে কি দিলো?

প্রকৃতির সাথে বিচ্ছিন্নতা, নিজের অবস্থানের অধস্তনতা, নিজেকে পণ্য করে তোলা আর তথাকথিত উপার্জনের টাকায় কেনা স্বাধীনতা ছাড়া নারীর নাগরিক জীবনে আর কিছু নেই।

৪.

আমরা দেখেছি, ঢাকা নগরীর প্রেক্ষিতে নগরায়ণ নারীকে ভালো কিছু দিতে পারছে না। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে নগরায়ণ জরুরি। আমরা কোনটাকে প্রাধান্য দেবো, নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি নাকি বিশ্ববাজারের আবহাওয়া, তার ওপরেই নির্ভর করবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। চেকরা যেমন গাড়ি বানায়, মালয়েশিয়া টেলিভিশন আর চীন আলপিন থেকে অ্যারোপ্লেন পর্যন্ত, সেখানে আমরা উন্নতি করতে পেরেছি শুধু গার্মেন্টস শিল্পে। যে শিল্প টিকে আছে নারীর কম মজুরির ওপর। তাহলে আমাদের কী প্রয়োজন অহেতুক শিল্পায়ন আর নগরায়ণের দিকে ঝোঁকার?

আমাদের মনে রাখতে হবে ঔপনেবেশিক শাসনামলের আগে, শিল্পবিস্তারের আগেও আমাদের উপমহাদেশ কৃষি ও সংস্কৃতিতে অনেক সমৃদ্ধ ছিল। আমাদের খনিজ নেই, কিন্তু জমি উর্বর। সেই উর্বর জমি বিনষ্ট করে শিল্পায়নের দিকে কিংবা নগরায়ণের দিকে বেশি গুরুত্ব দিলে আমাদের মাথাপিছু আয় হয়ত বাড়বে, কিন্তু আমরা জাতিগতভাবে আমাদের স্বকীয়তা হারাব, আমাদের প্রকৃত সমৃদ্ধি সম্ভব হবে না।

আর যদি নগরায়ণকে গুরুত্ব দিতেই হয়, তবে আমাদের পরিকল্পনা করে এগোতে হবে, কেননা পরিসংখ্যান দেখিয়েছে ২০০৭ সালেই বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক মানুষের বসবাস শহরে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, ২০৩০ সাল নাগাদ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯০ ভাগ পেরিয়ে যাবে। এর অর্থ হলো পরিকল্পনা করে না এগোলে নগরায়ণ নারী বা পুরুষ কাউকেই ভালো কিছু দিতে পারবে না।

শেষকথা

পৃথিবীটা নারী ও পুরুষ কখনো সমভাবে ভোগ করতে পারে নি (বোভোয়ার, সি. ১৯৪৯)। নগরায়ণের প্রভাব নারী ও পুরুষের ওপর সমানভাবে পড়ে নি। বরং অপরিকল্পিত নগরায়ণের বোঝা নারীর জীবনকে আরও জটিলতর করে তুলেছে। নগরায়ণ যেভাবে নারীকে কোণঠাসা অবস্থানে রেখেছে, তাতে শুধু নারীই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তথা ভবিষ্যৎ পৃথিবী। তাই আমাদের এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

আফিফা আফরিন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কমরত। afifa101@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. গুহঠাকুরতা, মেঘনা; "নারী ও রাষ্ট্র", হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ (২০০২), (সম্পাদিত) বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

২. মান্নান, আবদুল ও খানম, সামসুন্নাহার (২০০৬); নারী ও রাজনীতি; অবসর প্রকাশনা, ঢাকা

৩. হোসাইন, আ. না.; "জেন্ডার মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স : নারীবাদী চিন্তার আলোকে একটি বিশ্লেষণ", হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ (২০০২), (সম্পাদিত) বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

4. Bhende, A. A. and Kanitkar, T. (1978) *Principles of Population Studies*, Mumbai and Delhi: Himalaya Publishing House, chapter 11

5. Giddens, A. (2006) Sociology, 5th edition, Polity press Cambrige, UK p892-929

6. Shiba,v. (1997), (eds.) Visvanathan, N., Duggan, L., Nisonoff, L. and Wiegersma, N., The Women, Gender & Development Reader, The University Press limited, Dhaka